আরবিঃ

আস'ঈলাহ মুহিম্মাহ হাওলার—রুক'ইয়াহ ওয়ার—রুকাহ

রুকইয়াহ এবং রাক্বীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

মূল: আল্লামা মুজাহিদ রবী' ইবন হাদী আল মাদখালি (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ: সাফিন চৌধুরী

অনুবাদকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবকে রোগের আরোগ্য ও বান্দার হৃদয়ের শান্তি বানিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনের প্রতি, তাঁর মহান সাহাবীগণের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর হেদায়েতের অনুসরণ করবেন তাদের সকলের প্রতি।

অতঃপর:

বর্তমান যুগে রুকইয়াহ শারইয়্যাহ বা শরিয়তসম্মত ঝাড়ফুঁকের বিষয়টি মুসলিম সমাজে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এক শ্রেণির মানুষ — যারা নিজেদের সালাফি বলে পরিচয় দেন; এই ক্ষেত্রে এমন এক পেশাদারিত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, যা পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীনের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। অফিস খোলা হচ্ছে, সামাজিক মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চলছে, দেশ-বিদেশ থেকে পুরুষ-নারী দলে দলে ছুটে আসছেন আর এই কথিত রাকীগণ খ্যাতি ও অর্থের বিনিময়ে তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এমন সব পদ্ধতি, যার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর দূরতম সম্পর্কও নেই।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রামাণিক ও ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা পৌঁছে দেওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এই অধম অনুবাদকার্যে হাত দিয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

জামাআতের প্রবীণ আলিম ও মুহাদ্দিস, শাইখ আল্লামা রবী' ইবন হাদী 'উমাইর আল-মাদখালী — আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন — এর সাথে গৃহীত একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার, যেখানে তিনি রুকইয়াহ সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার উপর সুস্পষ্ট ও দলিলভিত্তিক আলোচনা করেছেন।

যে কারণে এই অনুবাদ

আজকের সালাফি সমাজে রুকইয়াহকে কেন্দ্র করে যেসব বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর কয়েকটি দিক নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

প্রথমত: রুকইয়াহকে পেশা বানানো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে কখনো রুকইয়াহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করেননি। ইমাম আহমাদ, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ — এই মহান ইমামগণের কেউই নিজেকে পেশাদার রাকী হিসেবে উপস্থাপন করেননি। শাইখ আলবানী, শাইখ ইবনে বায, শাইখ ইবনে উসাইমীন রাহিমাহুমুল্লাহ — এই যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমগণও এই কাজকে পেশা বানাননি। অথচ আজ যারা সালাফিয়্যাতের পতাকা বহন করেন বলে দাবি রাখেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রুকইয়াহকে পেশা ও জীবিকার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছেন। এটি সালাফের মানহাজ থেকে স্পষ্ট বিচ্যুতি।

দ্বিতীয়ত: খ্যাতি ও অর্থের লালসা।

যখন কোনো ব্যক্তি নিজেকে রুকইয়াহর জন্য একচেটিয়াভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এর মাধ্যমে নাম-যশ অর্জনে সচেষ্ট হয়, তখন তার নিয়্যতের বিশুদ্ধতা

প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়ে। শাইখ রবী' রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়টিকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, যে ব্যক্তি রুকইয়াহকে একচেটিয়া করে রাখে, এটি তার মন্দ উদ্দেশ্যেরই প্রমাণ বহন করে।

তৃতীয়ত: নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন।

কুরআন ও সুন্নাহর সীমা অতিক্রম করে নানা ধরনের অদ্ভুত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে — যার কোনো দলিল কুরআন-সুন্নাহ তে নেই। চোখ বন্ধ করিয়ে গায়েবী বিষয় দেখানো, লজ্জাস্থানে সুগন্ধি লাগানোর প্রেসক্রিপশন, পানি পড়া দেওয়া — এই জাতীয় প্রতিটি পদ্ধতিই কুরআন-সুন্নাহর দলিলবর্জিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতারণা ও যাদুটোনার শামিল।

চতুর্থত: রুকইয়াহ না পেলে যাদুকরের কাছে যাবে — এই অজুহাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখা।

এই যুক্তি দিয়ে অনেকে নিজের রাকী-পদ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু শাইখ রবী' রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন — মানুষকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। তাওহীদ ও সঠিক জ্ঞান যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন যাদু-টোনা ও জিনের প্রভাব এমনিতেই হ্রাস পায়। পথ হলো তাওহীদের দাওয়াত, পেশাদার রুকইয়াহর প্রতিষ্ঠান নয়।

এই অনুবাদের উদ্দেশ্য

এই অনুবাদ কোনো বিতর্ক সৃষ্টির জন্য নয়, বরং এটি একটি সদুপদেশ — সেই সকল ভাইদের প্রতি যারা রুকইয়াহকে পেশায় পরিণত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

"আর স্মরণ করিয়ে দিন, কারণ স্মরণ করিয়ে দেওয়া মুমিনদের উপকার করে।" (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৫)

আশা করা যায়, শাইখ রবী রাহিমাহুল্লাহ এর মতো একজন প্রবীণ ও প্রামাণিক আলিমের কথা পড়ে আমাদের মধ্যে যারা এই পথে হাঁটছেন, তারা একটু থামবেন, ভাববেন এবং সালাফের মানহাজের দিকে ফিরে আসবেন।

রুকইয়াহ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এটিকে পেশা, খ্যাতি ও উপার্জনের মাধ্যম বানানো — এটি সালাফের পথ নয়। সালাফের পথ হলো তাকওয়া, ইখলাস, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতিতে অবিচল থাকা।

অনুবাদক সম্পর্কে

এই দুর্বল অনুবাদক একজন সাধারণ তালিবুল ইলম মাত্র। অনুবাদে ভুল-ত্রুটি হওয়া অসম্ভব নয়। পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ কোথাও ভুল দেখলে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

আল্লাহ তাআলা এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে উপকৃত করুন। আমীন।

আমার বিস্তারিত পরিচয়ঃ

https://www.shafinchowdhury.com/about-shafin-chowdhury-bengali/

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমঃ

https://www.facebook.com/shafinchowdhuryofficial721/

https://www.youtube.com/@shafinchowdhury721/

https://t.me/ideologyofsalaf1

প্রকাশঃ

১৯ শাবান, ১৪৪৭ হিজরি / ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীগণ এবং যারা তাঁর হেদায়েতের অনুসারী তাদের প্রতি।

পবিত্র কুরআন করীম দ্বারা চিকিৎসা ও রুকইয়াহর বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি, যা প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মুসলমানরা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছেন। আর প্রতিটি যুগে ও স্থানে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, তা হলো বৈধ রুকইয়াহ বা দোয়া-তিলাওয়াতের মাধ্যমে চিকিৎসা। নিশ্চয়ই বৈধ রুকইয়াহ হলো ইলাহী চিকিৎসা, রব্বানী প্রতিকার এবং নববী ঔষধ।

এর মাসায়িল বা বিধানাবলির জটিল রহস্যসমূহ উন্মোচন করা, এর উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করা, এর বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি একত্রিত করা, এর পরস্পরবিরোধী অংশসমূহের সমন্বয়সাধন করা, এর বিধানাবলি সংশোধন করা এবং যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা বর্জন করা।

আর মুসলমানদের জন্য এ বিষয়টির প্রতি যত্নবান হওয়া সহজতর হয় তার মাসায়িল বা বিধানাবলি স্পষ্ট করা, এর জটিল রহস্যসমূহ উন্মোচন করা, এর উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করা, এর বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি একত্রিত করা, এর পরস্পরবিরোধী অংশসমূহের সমন্বয়সাধন করা, এর বিধানাবলি সংশোধন করা এবং যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা বর্জন করার মাধ্যমে।

উল্লেখিত বিষয়টি সহজতর করে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন অনেক আলিম। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাইখ, আল্লামা রবি‘ ইবন হাদী ‘উমাইর আল-মাদখালী। তাঁর সম্মানিত বাড়িতে তাঁর সাথে এক সাক্ষাৎকারে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে শাইখ অনেক মাসআলা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং নসিহত ও বর্ণনার দায়িত্ব পালন করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর জ্ঞান দ্বারা উম্মতকে উপকৃত করুন এবং এটিকে তাঁর নেক আমলের পাল্লায় ভারী করুন।

আর সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং শাইখ তা পর্যালোচনা করে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এর পাঠকদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করেন। নিশ্চয়ই তিনি উত্তম সত্তা, যার কাছে প্রার্থনা করা হয়।

প্রকাশক।

সূচিপত্র

- প্রশ্ন: আমাদের সম্মানিত অভিভাবক, শাইখ রবি‘ ইবন হাদী আল-মাদখালী - মহান আল্লাহ আপনাকে হিফাযত করুন-: আমাদের এখানে একজন রাকী বা ঝাড়ফুঁককারী আছে, সে জিনে আক্রান্ত মহিলাকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন তার লজ্জাস্থানে, পায়ুপথে, দু'স্তনের বোঁটায় এবং ঠোঁটে মিশক বা কস্তুরী লাগায়.....
- প্রশ্ন: আমাদের দেশে কিছু রাকী বা ঝাড়ফুঁককারী একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। যখন কেউ বদনজরে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে রুকইয়াহ করাতে চায়, তখন তাকে বলে: তুমি তোমার চোখ বন্ধ করো। তারপর সে তার ওপর কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে এবং তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করে: তুমি কী দেখলে?
- প্রশ্ন: যে ব্যক্তি কুরআন ভালোভাবে পড়তে জানে না, সে কি রুকইয়াহ করতে পারবে?
- প্রশ্ন: রুকইয়াহর ক্ষেত্রে কি পূর্ব থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো সুযোগ আছে? (অর্থাৎ রোগ আছে কিনা পরখ করে দেখা)
- প্রশ্ন: মুসলিম জিনের সাথে কথা বলা কি জায়েজ?
- প্রশ্ন: জিনদের দ্বারা সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো অসুবিধা বা গুনাহ আছে, যদি তা বৈধ ও শরিয়তসম্মত কোনো কাজের জন্য হয়, এই জেনে যে, জিনদের সাথে কোনো প্রকার শিরকের কাজ বা অবাধ্যতা করা হচ্ছে না?

- প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় সে (শয়তান) এবং তার দল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না।” (সূরা আল-আ'রাফ: ২৭) এই আয়াত কি সম্পূর্ণরূপে না দেখার অর্থে? নাকি কোনো কোনো মানুষ কখনো কখনো শয়তানকে দেখতে পায়?
- প্রশ্ন: কাফির ব্যক্তিকে রুকইয়াহ করা কি জায়েজ?
- প্রশ্ন: পানি পড়া দিয়ে ঝাড়ফুঁক করার বিধান কী?
- প্রশ্ন: এই হাদীসের অর্থ কী: “সে রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ না তা শিরক হয়”?
- প্রশ্নকারী: হে আমাদের শাইখ, আমরা আশঙ্কা করি, আমরা না করলে সাধারণ মানুষ যাদুকর ও প্রতারকদের কাছে চলে যাবে!?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীগণ এবং যারা তাঁর হেদায়েতের অনুসারী তাদের প্রতি।

প্রশ্ন: আমাদের সম্মানিত অভিভাবক, শাইখ রবি' ইবন হাদী আল-মাদখালী - মহান আল্লাহ আপনাকে হিফাযত করুন-: আমাদের এখানে একজন রাকী বা ঝাড়ফুঁককারী আছে, সে জিনে আক্রান্ত মহিলাকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন তার লজ্জাস্থানে, পায়ুপথে, দু'স্তনের বোঁটায় এবং ঠোঁটে মিশক বা কস্তুরী লাগায়। আর সে বলে যে, এই প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র তার সাথে লিপ্ত জিনের সাথে সহবাস রোধ করে। সে আরও বলে যে, এটি তার পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং তার এই কাজ কি সঠিক? আমাদেরকে জানান, আল্লাহ আপনাদের বরকত দিন।

উত্তর: শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীগণ এবং যারা তাঁর হেদায়েতের অনুসারী তাদের প্রতি। অতঃপর:

চিকিৎসা করা বৈধ ও শরিয়তসম্মত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **"আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার আরোগ্য অবতীর্ণ করেননি। যাকে তা জানতে দেওয়া হয়েছে সে জেনেছে, আর যাকে তা থেকে অজ্ঞ রাখা হয়েছে সে অজ্ঞ রয়েছে।"**[1]

[1] এটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে (১ম খণ্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-হতে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীর 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে (হাদীস নম্বর ৫৬৭৮) আবু হুরায়রা (রা.)- হতে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। এবং আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার আরোগ্য অবতীর্ণ করেননি। এটি ইমাম তিরমিযী তাঁর 'চিকিৎসা'

পবিত্র কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক করা বৈধ। **"কুরআন মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। আর যালিমদের তো এটি শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"** কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা রুকইয়াহর চেয়ে অধিক কার্যকরী কোনো ঔষধ নেই। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। যেমন:

এক. রাকী বা ঝাড়ফুঁককারীর একনিষ্ঠতা এবং রুগীর একনিষ্ঠতা ও মহান আল্লাহর কাছে সত্যিকারভাবে সাহায্য প্রার্থনা করা। যখন উভয় পক্ষই আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হবে এবং রুকইয়াহ হবে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা; তখন এই ঔষধের চেয়ে অধিক কার্যকরী আর কোনো ঔষধ নেই। এই বিষয়টি আলিমগণের নিকট সুবিদিত, তাঁরা এটি বলেন এবং বর্ণনা করেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: **'কোনো রুকইয়াহ বৈধ নয়, তবে বদনজর ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ব্যতীত।'**[2] বদনজর সুপরিচিত; তা হচ্ছে বদনজরদাতার নজর লাগা। বদনজরদাতা কখনো লুক্কায়িত দুষ্ট ব্যক্তি হতে পারে; তার দুষ্ট চোখ দুটি থেকে বদনজর বের হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই বদনজর সত্য, তবে আল্লাহর ইচ্ছায়। এর প্রভাব আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **বদনজর সত্য।**[3]

যাদুরও বাস্তবতা আছে এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তা ক্ষতি করতে পারে না। আর এসব কিছু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সংঘটিত হয় না এবং ক্ষতিও করে না।

অধ্যায়ে (হাদীস নম্বর ২০৩৮) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে (হাদীস নম্বর ৩৪৩৬) بلفظ « يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ» এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযীতে এর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। উভয় হাদীসই উসামা ইবনে শরীক (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত।

[2] সুনান আবি দাউদ ৩৮৮৪

[3] সুনান আবি দাউদ ৩৮৭৯

যাদু, বদনজর, বিষাক্ত প্রাণীর দংশন এবং এ জাতীয় রোগের সবচেয়ে কার্যকরী চিকিৎসা হলো কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে বৈধ রুকইয়াহ করা; যদি তাতে একনিষ্ঠতা ও সত্যনিষ্ঠতা থাকে। কারণ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখে না, তার মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা থাকতে পারে - আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই- আবার রাকী বা ঝাড়ফুঁককারী প্রতারক ও মিথ্যাবাদী হতে পারে এবং সে কুরআন ব্যবহার করে না, বরং অন্য কৌশলের আশ্রয় নেয়!

আর অনেক মানুষ রুকইয়াহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। সে নিজেকে নিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালায় এবং তার সম্পর্কে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, সে মাশাআল্লাহ একজন রাকী বা ঝাড়ফুঁককারী!! অথচ এটি জাদুটোনা, প্রতারণা, ঠকবাজি এবং মানুষকে তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কাজ। এরা মানুষের কোনো উপকারে আসে না। এদের অধিকাংশই নির্ভর করে কৌশলের ওপর, এই শূন্য-সার পদ্ধতির উপর!!!

অর্থাৎ, এই ব্যক্তি বলে: তার কাছে একজন নারী আসে, দ্বিতীয়জন আসে, তৃতীয়জন আসে! আর সে তাদের সাথে এই নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে কথা বলে যে, তুমি তোমার লজ্জাস্থানে লাগাও, তুমি তোমার পায়ুপথে লাগাও!! এই মন্দ স্বভাবের ব্যক্তি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আমি এই ব্যক্তিকে উপদেশ দিচ্ছি যে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং রুকইয়াহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া পরিত্যাগ করে। রুকইয়াহ করবে কোনো একনিষ্ঠ মুসলিম, যে সত্যবাদী, তাকওয়া ও নেককারীর জন্য পরিচিত। আর যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানুষের কাছে প্রচার করে যে সে রাকী এবং দূর-দূরান্ত থেকে পুরুষ ও নারীরা তার কাছে আসে, এটি কখনো বৈধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

নিজেকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেননি; তিনি নিজে রুকইয়াহ করতেন এবং প্রয়োজনে অন্যদেরকেও রুকইয়াহ করতেন।

পক্ষান্তরে, কোনো মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নিজেকে রুকইয়াহর পদে বসায়- যেমনটি ইফতার পদে বসে-; এটি ভুল। বিশেষ করে যখন সে এই জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে, যা মন্দ ইচ্ছা, কুধারণা ও মূর্খতার ইঙ্গিতবাহী।

ভাই! তুমি চিকিৎসা করো, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। "**আর আমি বাড়াবাড়িকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।**"[4] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন, রুকইয়াহ হবে কুরআনের মাধ্যমে এবং রুকইয়াহ হবে সুন্নাহর মাধ্যমে। সকল বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারে। তুমি বৈধ উপায় অবলম্বন করো, আর কু-কৌশল, নিকৃষ্ট পরীক্ষা-লব্ধ পদ্ধতি ও শূন্য-সার কথাবার্তার আশ্রয় নিও না।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যিকার অনুসরণ হচ্ছে, তুমি সেভাবে কাজ করবে যেভাবে তিনি কাজ করেছেন, যেই পদ্ধতিতে তিনি করেছেন। তুমি পরিবর্তন করবে না, পদ্ধতিতে না, গুণগত কোনো বিষয়ে না, কোনো কিছুতে না। তুমি সেভাবে কাজ করবে যেভাবে তিনি কাজ করেছেন। তুমি সালাত আদায় করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাতের মতো, হজ করবে যেমন তিনি হজ করেছেন। যেমনিভাবে তুমি প্রতিটি বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করবে এবং তাঁর কাজের মতো কাজ করবে। পক্ষান্তরে, এই অধ্যায়ে অর্থাৎ রুকইয়াহ ও এসব প্রয়োজনের অধ্যায়ে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন

[4] সূরা সোয়াদ ৮৬

করা; এর কোনো প্রয়োজন নেই। যদি তোমার কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ ফলপ্রসূ না হয়, তুমি মানুষকে কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ করছ, কাজ হয়নি, সুন্নাহ দ্বারা করছ, কাজ হয়নি; তবে এর কারণ হলো রুগীর মধ্যে ত্রুটি অথবা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এমনটি হয়েছে। তাহলে তুমি কেন অন্য পদ্ধতির দিকে যাবে এবং অন্য জিনিস উদ্ভাবন করবে?! তোমাকে এ কাজে কিসে বাধ্য করেছে? শুধু অর্থের লোভ, খ্যাতির লোভ এবং শূন্য-সার কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই নয়! আমি নিজে কারও রুকইয়াহ করি না এবং আমি রুকইয়াহ করাকে অপছন্দ করি এদের কাজের কারণে, যারা নিজেদেরকে রুকইয়াহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছে মানুষের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে এবং তারা এই জাতীয় পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নেয়!!

সুতরাং আমি এই ব্যক্তিকে উপদেশ দিচ্ছি যে - যদি সে সালাফি হয়, তাহলে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং খ্যাতি অন্বেষণ ও রুকইয়াহর জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা পরিত্যাগ করে। এই পদ্ধতি তুমি ছেড়ে দাও। তুমি মুসলিমদের একজন মাত্র। যদি কোনো মানুষের তোমার প্রয়োজন হয়; তাহলে তুমি তাকে বৈধ পন্থায় রুকইয়াহ করিয়ে দাও, এটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর তুমি অন্যদের জন্য ক্ষেত্রটি ছেড়ে দাও, রুকইয়াহকে একচেটিয়া করে রেখো না। একচেটিয়া করে রাখা এটি প্রমাণ করে যে, তার নিয়্যত বা উদ্দেশ্য খারাপ। সমাজে তোমার চেয়ে উত্তম মানুষ আছে, যাদের দোয়া তোমার দোয়া অপেক্ষা বেশি কবুল হয়; তাহলে তুমি কেন এই পদটিকে একচেটিয়া করে রাখবে এবং এই জাতীয় পদ্ধতির আশ্রয় নেবে?! আমি এই ব্যক্তিকে উপদেশ দিচ্ছি যে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং মুমিনদের পথ অনুসরণ করে, যা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ। আর সে যেন নিজেকে

রুকইয়াহর জন্য প্রতিষ্ঠিত না করে এবং এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করে, বরং অন্যদের জন্য ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়। যে কোনো মুসলিমের মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে এবং তাকওয়া থাকে; তাহলে তার দোয়া কবুল হওয়ার গুণাবলির অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন সে দোয়া করে, তখন তার দোয়া কবুল হয়। যখন সে কুরআন তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন এবং তার কারণে অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করেন। তার একনিষ্ঠতা ও সত্যবাদিতার কারণে এবং এই অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য সে যে বৈধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে, তার কারণে।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে তার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিমূলক কাজের তৌফিক দান করুন। এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ ও তার পরিবার-পরিজনের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে কিছু রাকী বা ঝাড়ফুঁককারী একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। যখন কেউ বদনজরে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে রুকইয়াহ করাতে চায়, তখন তাকে বলে: তুমি তোমার চোখ বন্ধ করো। তারপর সে তার ওপর কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে এবং তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করে: তুমি কী দেখলে? তখন বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তি বলে: আমি অমুকের ছেলে অমুককে দেখলাম। এরপর তারা সেই ব্যক্তি, যাকে দেখা গেছে, তাকে অভিযুক্ত করে যে সে-ই যাদু করেছে বা এরকম কিছু করেছে। এই পদ্ধতি কি বৈধ? এবং আপনারা কি যুবকদেরকে রুকইয়াহ চর্চায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেন? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর: এই পদ্ধতি আমি জাদুটোনা ও প্রতারণা বলে মনে করি। আমার বিশ্বাস, কুরআনের সাথে এই পদ্ধতির কোনো সম্পর্ক নেই। 'তোমার চোখ বন্ধ করো' আর সে চোখ বন্ধ রেখেই একজন মানুষকে দেখে, অতঃপর এই সিদ্ধান্ত দেয় যে সেই ব্যক্তিই তাকে যাদু করেছে! এটি যাদুর একটি কৌশল, যা এই প্রতারক বা জাদুকর ওই নির্বোধ ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করে। আর তার কু-যাদুর প্রভাবে, আল্লাহই ভালো জানেন, তার কাছে কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যাদেরকে এই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি হয়তো অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করে। হতে পারে যাকে দেখা গেছে সে যাদু থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আর এটি কোনো প্রমাণই নয় যে সেই ব্যক্তিই তাকে যাদু করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যাদুগ্রস্ত হয়েছিলেন, তিনি তো কুরআন পাঠ করতেন, অথচ তাঁকে কে যাদু করেছে তা তিনি জানতে পারেননি। এমনকি জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে জানান কে তাঁকে যাদু করেছে এবং সেই যাদু কোথায় রাখা হয়েছে। আর এটি একটি গায়েবী বিষয়, যা ওহীর মাধ্যমে কিংবা শয়তানদের মাধ্যমে ছাড়া কখনো জানা যায় না। সুতরাং, সে যাকে দেখেছে সে অমুক ব্যক্তি নাও হতে পারে; বরং তা একটি শয়তান হতে পারে, যে অমুক ব্যক্তির রূপ ধারণ করেছে। আমার দৃষ্টিতে এটি প্রমাণ করে যে, এই প্রতারক, যে মানুষের কাছে ধারণা দেয় যে সে কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ করে, সে নিজেই একজন জাদুকর ও প্রতারক এবং তার সাথে শয়তানরা সহযোগিতা করে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি এটাই বলছি। কারও জন্য এই ব্যক্তির সাথে লেনদেন করা জায়েয নেই এবং শয়তানদের দ্বারা যা কিছু দেখা যায় এবং সে সেগুলোকে রুকইয়াহর অংশ বলে ভ্রম সৃষ্টি করে, তাতে তাকে বিশ্বাস করাও জায়েয নেই।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি কুরআন ভালোভাবে পড়তে জানে না, সে কি রুকইয়াহ করতে পারবে?

উত্তর: তার জন্য রুকইয়াহ করা জায়েয আছে, যদি সে তা করতে বাধ্য হয়। তবে তার উচিত শেখা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে দক্ষ, যে ব্যক্তি কুরআনে দক্ষ, সে সম্মানিত ও অনুগত ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তাতে আটকে যায় ও তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার।"[5] অর্থাৎ, সে পুরস্কৃত হবে- যদিও সে তার পাঠে আটকে যায়। আর সে হয়তো ভালোভাবে পড়তে সক্ষম নয়, তথাপি সে পাঠ করবে এবং তার পাঠকে উন্নত করার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন: রুকইয়াহর ক্ষেত্রে কি পূর্ব থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো সুযোগ আছে? (অর্থাৎ রোগ আছে কিনা পরখ করে দেখা)

উত্তর: পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান হলো চিকিৎসাশাস্ত্রে, রুকইয়াহ'তে নয়। চিকিৎসাশাস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর রুকইয়াহর ক্ষেত্রে উত্তম হলো, মুসলিম শুধু শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ'তেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে, প্রথমত: তুমি কী করে জানবে? আর দ্বিতীয়ত: এই ধারণা তোমার কাছে কোথা থেকে এলো?!

প্রশ্ন: মুসলিম জিনের সাথে কথা বলা কি জায়েজ?

---

[5] মিশকাতুল মাসাবীহ অধ্যায়ঃ পর্ব-৮: কুরআনের মর্যাদা (كتاب فضائل القرآن) | হাদিস: ২১১২

উত্তর: জায়েজ নয়। তুমি কী করে জানলে যে সে মুসলিম? সে মুনাফিকও হতে পারে, আর বলছে: আমি মুসলিম! সে কাফির হতে পারে, আর বলছে: আমি মুসলিম! জিন তুমি চিনো না, আর তুমি গায়েবও জানো না। আল্লাহ যেন তোমাকে বরকত দান করেন। এটা জায়েজ নয়। কোনো মানুষ যদি তোমার সামনে ইসলামের দাবি করে, তুমি তার বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তাকে গ্রহণ করতে পারো। তাকে তোমার সামনে নামাজ পড়তে দেখলে... ইত্যাদি, তারপরও তুমি তাকে চিনো না। কিন্তু জিন যে মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে তোমাকে বলছে: আমি মুসলিম! অথচ সে পাপিষ্ঠও হতে পারে, তোমাকে বলছে: আমি মুসলিম! আর এ ধরনের বাড়াবাড়ির কোনো প্রয়োজন নেই। হে ভাই! কিসে তোমাকে বাধ্য করেছে? এখানে তো হাসপাতাল খোলা আছে। আর যদি রোগী ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সওয়াব দেবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অন্ধ ব্যক্তি এসে আরোগ্যের জন্য দোয়া চাইত না। বরং তিনি তাকে বলতেন: **"তুমি চাইলে আমি দোয়া করব, আর চাইলে ধৈর্য ধরবে, তা তোমার জন্য কল্যাণকর।"**[6] আর এক দাসী এসে বলল: "**হে আল্লাহর রাসূল! আমার মৃগীরোগ হয়; আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।**" তিনি তাকে বললেন: **"তুমি চাইলে ধৈর্য ধরবে, আর এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত। আর তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে তোমার আরোগ্য কামনা করে দোয়া করব।"**[7] সুতরাং দ্বীনে এই বাড়াবাড়ি নেই! তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়েও বেশি দয়ালু?

---

[6] সুনান আত তিরমিজী ৩৫৭৮

[7] সহীহ বুখারি ৫৬৫২

আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **"মুমিনের ওপর যে ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, রোগ-ব্যাধি এবং এমনকি মনে দুশ্চিন্তা আসে, তা দ্বারাও আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন।"**[8] সুতরাং মুমিন ব্যক্তি রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন হয় এবং এর মাধ্যমে সে সওয়াব লাভ করে যদি সে ধৈর্য ধারণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন। যারা, যখন তাদের উপর মুসিবত আসে, তখন বলে: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।"**[9] আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সত্তর হাজার লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে: **"তারা অন্যের নিকট রুকইয়াহ চায় না, আগুনের সাহায্যে দাগ লাগায় না, তারা কুলক্ষণ গণনা করে না এবং তারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে।"**[10] অর্থাৎ তারা কারো কাছে রুকইয়াহ চায় না।

আর এই ব্যক্তি যে রুকইয়াহ চাইতে গিয়েছে, তা তার ঈমানের ত্রুটি, আল্লাহর ওপর তার ভরসার ঘাটতি। তুমি তাকে শিক্ষা দাও এবং বলো: ধৈর্য ধর, অন্যের কাছে রুকইয়াহ চেয়ো না। আর আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং আল্লাহর কাছে দোয়া কর। কারণ রুকইয়াহ হচ্ছে অন্যের কাছে চাওয়ারই একটি প্রকার; এ কারণে তা আল্লাহর ওপর ভরসার বিষয়টিকে প্রভাবিত করে।

এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: لاَ يَسْتَرْقُونَ 'তারা

---

[8] সুনান আত তিরমিজী ৯৬৯

[9] সূরাতুল বাকারাহ ১৫৫-১৫৬

[10] সহীহ বুখারি ৫৭০৫

অন্যের কাছে রুকইয়াহ চায় না' অর্থাৎ তারা রুকইয়াহ প্রার্থনা করে না; কারণ রুকইয়াহ চাওয়া তার ঈমানকে হ্রাস করে এবং তার তাওয়াক্কুলকে হ্রাস করে। সুতরাং মুমিন এই জীবনে রোগ-ব্যাধি, বিপদাপদ ও মুসিবত দ্বারা পরীক্ষিত হন; যাতে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করেন - যদি সে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **'আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতঃপর যে ধৈর্য ধারণ করে, তার জন্য ধৈর্যের পুরস্কার রয়েছে; আর যে অধৈর্য হয়, তার জন্য অধৈর্যের (পরিণতি) রয়েছে।'**[11]

সুতরাং মুমিন এই জীবনে রোগ-ব্যাধি, বিপদাপদ ও মুসিবত দ্বারা পরীক্ষিত হন; যাতে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করেন - যদি সে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতঃপর যে ধৈর্য ধারণ করে, তার জন্য ধৈর্যের পুরস্কার রয়েছে; আর যে অধৈর্য হয়, তার জন্য অধৈর্যের (পরিণতি) রয়েছে।”

সুতরাং মুমিনের ওপর প্রথম কর্তব্য হলো: আল্লাহর ফয়সালার ওপর ধৈর্য ধারণ করা। আর যদি সে আরও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে, তবে তা হলো আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার স্তরে পৌঁছানো; তাহলে এটি ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হবে ইনশাআল্লাহ। তাই ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব এবং অধৈর্য হওয়া হারাম। সুতরাং আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের ওপর অধৈর্য হওয়া যাবে

[11] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৩২৩৩, মুহাক্কিক শুয়াইব আরনাউত এর সনদকে জাইয়্যিদ বলেছেন

না। আল্লাহ তাআলা বলেন: **“বলুন, আমাদের জন্য তা-ই ঘটবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন।”** (সূরা আত-তাওবা: ৫১)

আর যদি আল্লাহ তাআলা আরোগ্য না দেওয়াই নির্ধারণ করেন; তাহলে কোনো রুকইয়াহ বা অন্য কিছুই তোমার উপকারে আসবে না। সবকিছুই মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অধীন। তাই মুমিন প্রথমে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চায়। তার ওপর কর্তব্য হলো আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর ঈমান আনা এবং তাতে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন। আর যদি আল্লাহ তাকে তাওফীক দেন যে সে সন্তুষ্টির স্তরে পৌঁছে যায়, তবে তা কাম্য। আর যদি সে পছন্দ করে যে, সে চিকিৎসা করাবে; তাহলে সে চিকিৎসা করাতে পারে। আর যদি সে অন্যের কাছে রুকইয়াহ চায়; আমরা একে হারাম বলি না, তবে তা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় এবং এর কারণে তার মর্যাদা হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রুকইয়াহর জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নিজের জন্য খ্যাতি অর্জন করে, বরং তাদের কেউ কেউ পত্র-পত্রিকায় প্রচার চালায়! আর কেউ কেউ অফিস খোলে! এরাই হলো প্রতারক! আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নিজেকে রুকইয়াহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করে, সে তার দ্বীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত। কী তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে?! হে ভাই, তুমি তো সাধারণ মুসলিমদেরই একজন। তোমার মধ্যে এমন কোন বিশেষ যোগ্যতা এসেছে যা অন্যদের নেই?! তোমার চেয়ে অধিক তাকওয়াবান, তোমার চেয়ে উত্তম, তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিরা আছে... ইত্যাদি। তোমার মধ্যে এই বিশেষত্ব এলো কীভাবে?!! তারপরও তুমি বৈধ রুকইয়াহর ওপর সন্তুষ্ট নও, বরং তুমি নিজে নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে যাও!! আল্লাহ সকলকে তৌফিক দান করুন।

প্রশ্ন: জিনদের দ্বারা সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো অসুবিধা বা গুনাহ আছে, যদি তা বৈধ ও শরিয়তসম্মত কোনো কাজের জন্য হয়, এই জেনে যে, জিনদের সাথে কোনো প্রকার শিরকের কাজ বা অবাধ্যতা করা হচ্ছে না?

উত্তর: জিনদের দ্বারা সাহায্য নেওয়া প্রমাণ করে যে, সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়েছে। কারণ জিনরা তাকে সাহায্য করে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে কুফরী করে। যেমন, সে কুরআনের ওপর পেশাব করে, অথবা কেবলামুখী হয়ে নামাজ না পড়ে, অথবা জানাবাত অবস্থায় নামাজ পড়ে। তার সাথে সহযোগিতা করার জন্য তাকে অবশ্যই এমন কুফরী কাজ করতে হবে যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর যে জিন তোমাকে বলে, আমি মুসলিম; তাকে বিশ্বাস করো না। কারণ সে মিথ্যাবাদী। তাদের মধ্যে মুসলিমও আছে, কিন্তু তার ঈমান প্রমাণিত হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন।

প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় সে (শয়তান) এবং তার দল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না।" (সূরা আল-আ'রাফ: ২৭) এই আয়াত কি সম্পূর্ণরূপে না দেখার অর্থে? নাকি কোনো কোনো মানুষ কখনো কখনো শয়তানকে দেখতে পায়?

উত্তর: হ্যাঁ, এরূপ ঘটেছে; যেমন হাদীসে আছে; আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে শয়তানের ঘটনা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তানকে দেখেছেন যখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। আর আমি - আল্লাহর শপথ - নিজ চোখে তা দেখেছি; আমি শয়তান দেখেছি। আমি একটি ঘোড়া দেখেছি, আমার সমগ্র জীবনে তার মতো আর দেখিনি। আমি এবং আমার ভাই রাতে এটি দেখি - আমরা সফরে ছিলাম - আমরা এই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর

ঘোড়াটি দেখতে পাই এমন একটি জায়গায় যেখানে কোনো চারণভূমি ছিল না এবং কোনো মানুষও ছিল না। তখন আমি বুঝতে পারি যে এটি শয়তান, আর আমার ভাইও বুঝতে পারে যে এটি শয়তান। সে আমাকে ভয় দেখাতে চায়নি, আর আমিও তাকে ভয় দেখাতে চাইনি। যখন আমরা সেখান থেকে দূরে সরে গেলাম, আমি জানি না সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল নাকি আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কি এই ঘোড়াটিকে চিনতে পেরেছ? আমার ধারণা সে বলেছিল: এটি গুল অর্থাৎ শয়তান।

আর আমি আরও দেখেছি, আমি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে গাড়ি তে চড়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তিকে উলঙ্গ অবস্থায় বসে থাকতে দেখি। তার হাঁটুদ্বয় তার মাথা অতিক্রম করে গেছে। তার মাথাটা খুব বড়, তাতে কোনো চুল নেই, আর তা মুন্ডিতও নয়। তার চেহারা অদ্ভুত। আর তার সামনে দুটি বাচ্চা, তাদের দুটি বিশাল মাথা, তাতে কোনো চুল নেই, তারা রোগা এবং তাদের পা দুটি খুব ছোট এবং তাদের আকৃতি খুবই অদ্ভুত। আমি এবং আমার সাথে থাকা আরেক ব্যক্তি তা দেখলাম। সে বুঝতে পারল তারা শয়তান, আর আমিও তাই বুঝলাম। যখন আমরা তাদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এগুলো কী? সে বলল: শয়তান। আমি বললাম: আমার বিশ্বাস তাই।

অনেক মানুষই শয়তান দেখতে পায়। তবে অধিকাংশ সময় শয়তানরা নিজেদের প্রকাশ করে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এখন কিছু মানুষ আছে যারা আফগানির ছাত্র মুহাম্মদ আবদুহু এর কাছ থেকে যাদু অস্বীকার করা এবং জিন দেখা অস্বীকার করা শিখেছে। মূলত এই ধারণা মু'তাযিলা ও যুক্তিবাদীদের কাছ থেকে নেওয়া, যারা

দ্বীন ও জীবনযাত্রার ব্যাপারে নিজেদের বিবেক বা যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়। হায়, দুঃখের বিষয়! তাই মাঝে মাঝে জিন দেখা সম্ভব তা অস্বীকার করা উচিত নয়। আর আমি তোমাদেরকে জোর দিয়ে বলছি যে, আমি নিজ চোখে এই জিনিসগুলো দেখেছি।

প্রশ্নকারী আরও বলেন: তারা এটাও অস্বীকার করে যে, শয়তান মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

উত্তর: এটি একটি অনুভূত ও জ্ঞাত বিষয়। এটি সুপ্রাচীন কাল থেকে সুবিদিত ও বহুল প্রচলিত এবং হাদীসেও এর উল্লেখ আছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন: **"যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়।"** (সূরা আল-বাকারা: ২৭৫)। তিনি আরও বলেন: **"বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে, মানুষের অধিপতির কাছে, মানুষের মাবুদের কাছে, তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে, যে বারবার ফিরে আসে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।"** (সূরা আন-নাস: ১-৫)। কী তাকে তোমার মনে কুমন্ত্রণা দিতে সক্ষম করে? তা কি তোমার ওপর তার ক্ষমতা ও তোমার দেহে প্রবেশের মাধ্যমেই হয় না?!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **"নিশ্চয় শয়তান মানুষের শরীরে রক্ত প্রবাহের মতো প্রবাহিত হয়।"**

সুতরাং এরা (অস্বীকারকারীরা) সবাই এই আয়াত ও হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের বিবেক বা যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়।

প্রত্যেকটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে এবং প্রতিটি সাধারণ বিষয়ের বিশেষ দিক আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"তা তার রবের নির্দেশে সব কিছুকে ধ্বংস করে দিল। ফলে তারা এমন হয়ে গেল যে, তাদের বাসস্থান**

ব্যতীত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।” (সূরা আল-আহকাফ: ২৫) তাদের বাসস্থানগুলো ধ্বংস হয়নি। আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে ঘরবাড়িগুলোও ধ্বংস করে দিতেন এবং সব কিছুই ধ্বংস করে দিতেন। মহান ও পবিত্র আল্লাহ তাকে (বাতাসকে) এমন শক্তি দিয়েছিলেন যা দিয়ে পাহাড় ধ্বংস করা সম্ভব, ঘরবাড়ি তো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, ধ্বংস কেবল এই অপরাধীদের জন্যই হবে এবং তাদের ঘরবাড়ি অক্ষত থাকবে।

একইভাবে মহান ও পবিত্র আল্লাহর এই বাণী: **“নিশ্চয় সে (শয়তান) এবং তার দল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না।”** (সূরা আল-আ'রাফ: ২৭) এর অর্থ হলো, সুন্নাহ ব্যাখ্যা করেছে যে, কিছু শয়তানকে কখনো কখনো দেখা যেতে পারে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন। আর তাদেরকে দেখার অনেক অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। তারা মানুষ, পশু বা সাপের রূপ ধারণ করে। এক সাহাবী ছিলেন সদ্য বিবাহিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আহযাবের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যেতেন, তারপর দিনের বেলায় অনুমতি নিয়ে নিজ স্ত্রীর কাছে ফিরে আসতেন। একদিন তিনি এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন তাঁর মধ্যে আত্মাভিমান জাগল এবং তিনি বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করতে চাইলেন। তখন স্ত্রী বললেন: একটু ধৈর্য ধর, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে দেখো তোমার বিছানায় কী আছে। তিনি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেন একটি সাপ। তিনি সেটিকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করলেন। তখন সাপটি তার চারপাশে পেঁচিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল না যে, সে (সাহাবী) সাপটিকে মেরেছে নাকি সাপটি তাকে মেরেছে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ বিষয়ে জানানো হলে তিনি

বলেন: **'আমি কি তোমাদের নিষেধ করিনি?'** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন যে, মদিনায় কিছু জিন আছে। এই জিনটি সাপের রূপ ধারণ করেছিল। অনুরূপভাবে কিছু জিন কুকুরের রূপ ধারণ করে, আবার মানুষের রূপ ধারণ করে। আল্লাহ তাকে এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, সে যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারে। তাদের কেউ কেউ সুফি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের সামনে রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো অলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন শয়তান সেই অলির মতো রূপ ধরে পাগড়ি পরা অবস্থায়, সাদা ও সুন্দর পোশাকে এসে তাকে যা চায় তা দিয়ে দেয়। অথচ তা শয়তান!!

প্রশ্ন: কাফির ব্যক্তিকে রুকইয়াহ করা কি জায়েজ?

উত্তর: জায়েজ। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক কাফিরকে রুকইয়াহ করেছিলেন। যখন তিনি একটি সামরিক অভিযানে বের হলেন এবং তারা একটি গোত্রের বা পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তারা তাদের কাছে মেহমান হওয়ার অনুমতি চাইল, কিন্তু তারা তাদের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করল না। পরে তাদের নেতাকে সাপে কেটে ফেলল। তারা এসে বলল: আমাদের নেতাকে সাপে কেটেছে, তোমাদের মধ্যে কেউ ঝাড়ফুঁককারী আছে কি? সাহাবীগণ বললেন: আল্লাহর শপথ! আমরা তার জন্য ঝাড়ফুঁক করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো। আমরা তোমাদের কাছে মেহমান হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করনি! তখন তারা তাদের কিছু বকরি দিল। অতঃপর তিনি সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করলেন; তখন সে সুস্থ হয়ে গেল, যেন বাঁধন থেকে ছাড়া পেল! অর্থাৎ রুকইয়াহকারী ছিলেন একনিষ্ঠ। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাকে এই রুকইয়াহ করার অনুমোদন দেন।

বর্তমানে রাকী বা ঝাড়ফুঁককারীরা মানুষের কাছ থেকে মজুরি ও অর্থ নিয়ে থাকে যদিও তারা তাদের কোনো উপকার করে না!! আর রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ হওয়ার শর্ত হলো এই রোগী সুস্থ হওয়া; যেমনটি এই হাদীসেই আছে যে, সে যেন বাঁধন থেকে ছাড়া পেল, তখন তারা বকরি নিয়ে নেয়। আর যদি সে সুস্থ না হতো; তবে তারা বকরি নিত না। সুতরাং বর্তমানে রাকী অর্থের প্রতি লোভী হয় এবং রোগী তার রোগ নিয়েই চলে যায়, আর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিপদ নিয়েই থাকে, সে কোনো উপকার পায় না এবং তার সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। ফলে এই অর্থ যা সে নেয় তা হারাম হয়ে যায়! আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন।

প্রশ্ন: পানি পড়া দিয়ে ঝাড়ফুঁক করার বিধান কী?

উত্তর: তা করা উচিত নয়। যদিও কোনো কোনো আলিম তা বৈধ বলেছেন; কিন্তু এর পক্ষে কোনো দলিল নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেননি এবং সাহাবায়ে কেরামও তা করেননি। আর যারা কুরআন লিখে ধুয়ে খাওয়ানো, গোসল করানো এবং এসব কাজ বৈধ বলেন, তাদের কাছে কোনো দলিল নেই। অথচ তারাই আমাদের শিখিয়েছেন যে, আমরা দলিল ছাড়া কোনো বিষয় গ্রহণ করি না। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া প্রত্যেকের কথাই গ্রহণ বা বর্জনের সুযোগ আছে।

প্রশ্ন: এই হাদীসের অর্থ কী: "সে রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ না তা শিরক হয়"?

উত্তর: হ্যাঁ, **"রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ না তা শিরক হয়"**।[12] সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা লজ্জাস্থান ও পায়ুপথে লাগানোর রুকইয়াহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, কোনো আয়াত বা হাদীস বা দোয়া পড়বে; এটাই শরিয়তে বৈধ। কেউ কেউ যাদু দ্বারা রুকইয়াহ করে! তারা এমন শব্দ দ্বারা রুকইয়াহ করে যাতে শিরক আছে। এবং কেউ কেউ অজ্ঞেয় ভাষায় রুকইয়াহ করে যা অসত্য ও শিরক ধারণ করতে পারে। রুকইয়াহ হবে আরবি ভাষায়। আর তাকওয়াবান ও নেককার ব্যক্তি আল্লাহর বাণী ও রাসূলের বাণীর সীমা অতিক্রম করে না। তবে যদি সে এর সঙ্গে নিজের পক্ষ থেকে কোনো বৈধ দোয়া বাড়ায়, তাতে দোষ নেই;

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দোয়া:

أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ

أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"হে মানুষের রব! কষ্ট দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্য দানকারী, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দিন যা

[12] সহীহ মুসলিম ৫৬২৫

কোনো রোগ বাকি রাখে না।"[13]

অথবা সে নিজে রুকইয়াহ করে বলবে:

بسم الله ، بسم الله، بسم الله، :

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ

وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

আল্লাহর নামে, আল্লাহর নামে, আল্লাহর নামে শুরু করছি। 'আমি আল্লাহর মর্যাদা ও ক্ষমতার কাছে আশ্রয় চাই আমি যা অনুভব করছি এবং যা আশঙ্কা করছি তার অনিষ্ট থেকে' সাতবার পাঠ করবে।[14]

আর 'বিসমিল্লাহ' (তিনবার) পড়বে। উসমান ইবনে আবুল আস-সাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রোগের কথা বলছিলেন, তিনি বলেন: **আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম, তখন আমি এমন রোগে ভুগছিলাম যা আমাকে প্রায় ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: **'তোমার ডান হাত ব্যাথার স্থানে রেখে বলো:**

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ

"বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহর মর্যাদা ও ক্ষমতার কাছে আশ্রয় চাই আমি যা অনুভব করছি এবং যা আশঙ্কা করছি তার অনিষ্ট থেকে" (সাতবার)।[15]

---

[13] সুনান ইবন মাজাহ ৩৫২০, সহিহ মুসলিম ৫৬০০

[14] রিয়াদুস সলেহীন ৯১০

[15] ঐ

তিনি বলেন: আমি তা বললাম, তখন আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করলেন। তিনি দোয়াটি পড়লেন; ফলে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন। সর্বোত্তম বস্তু হলো আল্লাহর বাণী, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী; কাজেই তুমি সর্বোত্তম জিনিসই বেছে নাও।

আল্লাহর কসম! আমি সালাফিদের উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন এই দরজায় প্রবেশ না করে এবং কেউ যেন নিজেকে (রুকইয়াহর জন্য) প্রতিষ্ঠিত না করে।

আলবানী, ইবনে বায, ইবনে উসাইমীন; তারা কি নিজেদেরকে এসব কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? সালাফ, অর্থাৎ সাহাবী, তাবেঈন এবং হেদায়েতের ইমামগণ যেমন আহমাদ, মালিক, শাফিঈ; তারা কি নিজেদেরকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন?! তাহলে তোমরা কোথায়? আমরা বলি: সালাফ, সালাফ, আর আমরা সালাফি, তারপর আমরা নতুন জিনিস উদ্ভাবন করি? রুকইয়াহ জায়েজ, কিন্তু এই পদ্ধতিতে নয়। তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই সালাফদের অনুসারী হও, এই জিনিসগুলো ছেড়ে দাও যা দাওয়াতকে কলুষিত করে এবং এর অনুসারীদেরকে কলুষিত করে।

যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে রুকইয়াহ চায়, তবে তুমি তাকে রুকইয়াহ করে দাও, অথবা সে অন্য কারো কাছে যাক, ব্যাপারটা সেখানেই শেষ। আর আরোগ্য তো আল্লাহরই হাতে। সে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করবেন। আর সে একনিষ্ঠ হবে এবং নিজের জন্য এই দোয়াগুলো পড়বে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ তৈরি করে দেবেন। তিনি বলেন: **"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য (উত্তরণের) পথ তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"** (সূরা আত-তালাক: ২-৩)

প্রশ্নকারী: হে আমাদের শাইখ, আমরা আশঙ্কা করি, আমরা না করলে সাধারণ মানুষ যাদুকর ও প্রতারকদের কাছে চলে যাবে!?

উত্তর: তাদের যেতে দিন, তারা ফিরে আসুক বা না আসুক। কে আপনাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে?! আপনি নিজেকে ধ্বংস করছেন, আপনার জীবন ও দ্বীন ধ্বংস করছেন শুধু এই কারণে যে, তারা যাদুকরদের কাছে যায়, তাই আপনি নিজেকে রুকইয়াহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করছেন!

প্রশ্নকারী: না, হে শাইখ, কিন্তু তারা আমার কাছেই আসে।

শাইখ: ছাড়ুন, ছাড়ুন। তারা আপনার কাছে আসে না, যতক্ষণ না আপনি নিজেকে রুকইয়াহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আপনি এই কাজটি ছেড়ে দিন, আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন। মানুষকে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন এবং বাড়াবাড়ি করবেন না। আর আমি বাড়াবাড়িকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। মদিনায় প্রথম রাকী ছিলেন আমাদেরই সাথী। তিনি খুবই ভালো সালাফি ছিলেন এবং মসজিদে নববীতে শিক্ষাদান করতেন। আল্লাহর শপথ! তিনি মদিনার অনেক সুফি যুবকের ওপর প্রভাব ফেলেছিলেন, অন্য কারও চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন। তারপর তার কাছে শয়তান এসে ধোঁকা দেয়! আল্লাহর কসম! তিনি এই কাজে প্রবেশের আগে আমার সাথে পরামর্শ করেছিলেন। কারণ তিনি আমার বন্ধু ও সাথী ছিলেন। তিনি পরামর্শ করলেন এবং বললেন: হে শাইখ রবী! আমি অমুক ব্যক্তিকে রুকইয়াহ শিখিয়েছি।

এখন সে রুকইয়াহ করে এবং অর্থ নেয়, হয়তো রুকইয়াহর বিনিময়ে ১৪ হাজার রিয়ালও নেয়!! আমি তাকে বললাম: আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, এই পথে প্রবেশ করো না। সে বলল: আল্লাহর শপথ! আমি সাধারণ মানুষদের জন্য

প্রতারক ও যাদুকরদের কাছে যাওয়ার আশঙ্কা করি। আমি বললাম: আল্লাহর কসম! তুমি এর জন্য দায়ী নও। আমি তাকে বললাম: তুমি কি যাদুকর ও প্রতারকদের মোকাবিলা করতে সক্ষম নও? সে বলল: হ্যাঁ। তখন আমি তাকে বললাম: তাহলে যেমনটা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী শাইখ আব্দুল্লাহ আল-কারআউই করেছেন তুমিও তেমনটাই করো। তিনি আমাদের এলাকায় এসেছিলেন। এখানে অনেক মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল, তারা কোনো কিছু থেকে আরোগ্য পাচ্ছিল না। জিন থেকে, জার (এক প্রকার জিনের আসর) থেকে। তারা রাতে বের হতো, গাছের নিচে, রাস্তায় জিন দেখতে পেত ইত্যাদি।

আর তাদের উপর শয়তানরা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তারা ছিল মূর্খ, তাদের কাছে তাওহীদের জ্ঞান ছিল না। তখন তিনি (শাইখ আব্দুল্লাহ আল-কারআউই) এসে তাওহীদের প্রচার করলেন, কোনো রুকইয়াহ বা অন্য কিছু নয় - আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন। এই সমস্ত বিষয় দূর হয়ে গেল, সবকিছু শেষ হয়ে গেল যখন তাওহীদ ও জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ল। আর যখন তাওহীদ ও জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই জিনিসগুলো চলে যায় ও দূরীভূত হয়। আর যখন অজ্ঞতা প্রসার লাভ করে, তখন যাদুকর, গণক ও শয়তানদের সংখ্যা বেড়ে যায়। আর যাদুকর, গণক ও শয়তানদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে। সুতরাং আমি তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম যে, সে যেন সংস্কারকদের ন্যায় কাজ করে, অর্থাৎ তাওহীদের দিকে আহ্বান জানায় এবং শিরক ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাহলে শয়তানরা তাদের কাছ থেকে দূর হয়ে যাবে এবং তাদের রাকী তথা শয়তান, যাদুকর প্রমুখের কোনো প্রয়োজন হবে না। কিন্তু সে তা অগ্রাহ্য করল এবং রুকইয়াহ পেশায় প্রবেশ করল! তারপর এর

পরিণতি যা হয় তাই হলো।

অতঃপর তার প্রতিযোগী তৈরি হলো, রিয়াদে একজন, তাবূকে একজন এবং জেদ্দায় একজন। তখন সে পত্রিকায় লিখল: নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে প্রবেশ করে না!! অথচ সে যখন রুকইয়াহ করত, তখন সে মানুষকে নিদারুণভাবে প্রহার করত, বলত: বের হয়ে আয়, হে আল্লাহর দুশমন! বের হয়ে আয়! অর্থাৎ সে স্বীকার করত যে, শয়তান মানুষের দেহে প্রবেশ করে!! তারপর যখন তার প্রতিযোগী বেড়ে গেল; তখন বলতে লাগল শয়তান মানুষের দেহে প্রবেশ করে না!! কেমন খেলা আর কৌশল! আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ হচ্ছে, তুমি সেভাবে কাজ করবে যেভাবে তিনি কাজ করেছেন। তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। তোমরা মহান ও পবিত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হও এবং আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আল্লাহ উপকার দান করবেন। সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথ। রুকইয়াহর ক্ষেত্রেও এটাই তাঁর পদ্ধতি। তোমরা এর মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না। তোমরা তাঁর পথই অনুসরণ করো, আকীদার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, আমলের ক্ষেত্রে। এমনকি রুকইয়াহর ক্ষেত্রেও তোমরা তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেননি, তা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।

আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি - হে ভাইয়েরা - মহান ও পবিত্র আল্লাহকে ভয় করার: **'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য (উত্তরণের) পথ তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।'** (সূরা আত-তালাক: ২-৩)

যে কোনো বিষয়েই হোক না কেন; আল্লাহ তোমার জন্য নিষ্কৃতি ও উত্তরণের পথ তৈরি করে দেবেন। যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার জন্য নিষ্কৃতির পথ তৈরি করে দেবেন। তুমি আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর গজব ও অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাবে, আখিরাতে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ তোমার জন্য এই তাকওয়ার বিনিময়ে এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিন সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **'নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য, উদ্যান ও আঙুর এবং সমবয়স্কা পূর্ণযৌবনা তরুণী।'** (সূরা আন-নাবা: ৩১-৩৩) এসব কিছুই তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

তুমি তাকওয়ার মাধ্যমে নিষ্কৃতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও আল্লাহর রহমত লাভ করবে এবং তাকওয়ার মাধ্যমেই আখিরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করবে - আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তুমি বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী হও, বিশুদ্ধ মানহাজের অধিকারী হও, শুদ্ধ ইবাদতের অধিকারী হও। আল্লাহ রব্বুল আলামীন যা বিধান দিয়েছেন তুমি তা বিশ্বাস করো, তাওহীদে রুবুবিয়্যার আকীদাসমূহে, আসমা ওয়াস সিফাতের বিষয়ে, তাওহীদুল উলুহিয়্যাতে, তোমার সালাতে, তোমার সিয়ামে, তোমার যাকাতে, তোমার হজে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারে, বড় ও ছোট গুনাহসমূহ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর তোমরা ইখলাস বা একনিষ্ঠতা অবলম্বন করো। ইখলাস অপরিহার্য ইবাদতে, জ্ঞান অন্বেষণে, মহান ও পবিত্র আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ায়। তুমি যে সকল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাও, তাতে অবশ্যই তুমি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: **'সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।'** (সূরা আয-যুমার: ২)

বলুন: 'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর ইবাদত করতে তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।' (সূরা আয-যুমার: ১১) ইখলাস বা একনিষ্ঠতা অবশ্যই আবশ্যক। আর তোমরা রিয়া বা লোকদেখানো থেকে বেঁচে থাকো এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকো - বড় শিরক ও ছোট শিরক উভয় থেকেই। সুতরাং তুমি যখন জ্ঞান অর্জন করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, ফেরেশতারা তোমার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেবে তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে। আর যখন তুমি আলিমের মর্যাদায় পৌঁছে যাবে; তুমি নবী-রাসূলদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হবে ঈমানে, তাকওয়ায়, আল্লাহর পথে প্রচার ও দাওয়াত দানে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে, জিহাদের পতাকা উত্তোলনে যখন জিহাদের পতাকা উত্তোলিত হয়। প্রতিটি কল্যাণকর কাজে তুমি মানুষের উপকার করবে এবং মানুষ থেকে অকল্যাণ দূর করবে। আর সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে।

আর সঠিক জ্ঞান ছাড়া অকল্যাণসমূহ দূর করা যায় না। সঠিক জ্ঞান ছাড়া শিরক দূর করা যায় না, সঠিক জ্ঞান ছাড়া বিদআত দূর করা যায় না, সঠিক জ্ঞান ছাড়া মুনকারাত বা অসৎ কাজসমূহ দূর করা যায় না। যখন এই জ্ঞান ও কল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে, তখন ফিতনা কমে যাবে, বিদআত কমে যাবে, শিরক দূর হয়ে যাবে... ইত্যাদি। যখন কোনো সমাজে জ্ঞানের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে, তখন এই সমস্ত জিনিস বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং দূরীভূত হয়। তবে মুনাফেকি বা কপটতা যা থেকে যায়, যার অনুসারীরা গোপন থাকে, তা ভিন্ন কথা। কিন্তু প্রকাশ্য বিষয়গুলো আল্লাহর প্রশংসায় দূরীভূত হয়। আর তুমি জ্ঞান

অর্জনে, তার প্রচারে, আল্লাহর পথে দাওয়াতে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে আল্লাহকে ভয় করো। তুমি আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর জন্যই একনিষ্ঠ হবে।

তোমরা জ্ঞান অর্জন করো, তোমরা জ্ঞান অর্জন করো। সেই জ্ঞান যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ - সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। অর্থাৎ, যখন তোমার জন্য কোনো আয়াত বা হাদীস বুঝতে কষ্ট হয়; তোমাদের জন্য আছে - সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর - কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলি সংকলিত হয়েছে। সালাফদের তাফসীর, যেমন ইবনে জারীরের তাফসীর, বাগভীর তাফসীর, ইবনে কাসীরের তাফসীর, আব্দুর রাযযাকের তাফসীর - অর্থাৎ যতটুকু মুদ্রিত হয়েছে, আবু হাতেমের তাফসীর - যতটুকু মুদ্রিত হয়েছে - আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন। এর কিছুই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আর সা'দীর তাফসীরও ভালো। তোমরা তাওহীদের কিতাব, আকীদার কিতাব এবং হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অধ্যয়ন করো। যেমন হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানীর 'ফাতহুল বারী' - তবে 'ফাতহুল বারী'তে তাঁর কিছু ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে চলতে হবে। আর এটিই সহীহ বুখারীর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

তবে এটি তোমাকে অনেক নুসুস (কুরআন সুন্নাহর টেক্সট) বুঝতে সাহায্য করবে, তুমি এটি থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না। তবে সতর্কতা অবলম্বন করবে এই গ্রন্থে যে আকীদাগত ভুল-বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলো থেকে।

অতঃপর, হে আমার ভাইয়েরা! তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করো। আমরা এর আগে এমন বিভক্তি ও ছিন্নভিন্ন অবস্থা দেখিনি। আল্লাহর শপথ! বর্তমান ফিতনা যা সালাফিয়্যাত ও সালাফিদেরকে বিশ্বময় ঘিরে রেখেছে,

এর আগে এরূপ দেখা যায়নি। কারণ নেতৃত্বের সংখ্যা বেড়েছে এবং হায় আফসোস! নেতৃত্বের প্রেম ছড়িয়ে পড়েছে। আর সালাফিদের সারিতে অনুপ্রবেশকারীও সংখ্যায় বেড়েছে। ফলে তারা সালাফিদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তাই তোমরা বিভক্তি থেকে সাবধান থাকো এবং এই বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করো, এক দেহের মতো হয়ে যাও।

যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **'তুমি মুমিনদেরকে তাদের পরস্পরের দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতিতে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ কষ্ট পায়, তখন সারা দেহ তা নিয়ে জাগরণ ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।'**[16] আর তিনি বলেছেন: 'নিশ্চয় মুমিন মুমিনের জন্য একটি শক্তিশালী প্রাচীরের মতো, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে রাখে।' আর তিনি তার আঙ্গুলগুলো পরস্পর গেঁথে দেখালেন।

আমার ধারণা - এখন - অনেক সালাফি, যখন তার ভাই অসুস্থ হয় বা কোনো বিপদে পতিত হয়, তখন সে এতে খুশি হয় এবং ব্যথিত হয় না! কেন?! কারণ তাদের মধ্যে ফিতনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যা প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকেরা ছড়িয়েছে। আমি একাধিকবার বলেছি: আমরা পূর্ব-পশ্চিমের সালাফিদেরকে পেয়েছি, তারা সবাই একে অপরকে ভালোবাসত, একে অপরের ভাই ছিল এবং একই মানহাজের ওপর ছিল, তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না। ফলে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমে সালাফি দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর দুষ্ট লোকেরা সতর্ক হয়ে গেল, যারা ইহুদি, খ্রিস্টান, খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক এবং

[16] সহীহ বুখারি ৬০১১

পথভ্রষ্ট নেতাদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন রাফেজী ও সুফিরা, যারা শত্রু ও পথভ্রান্ত দলগুলোর সাথে সহযোগিতা করে। আল্লাহর শপথ! তারা শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করে এবং তাদের মধ্যে গুপ্ত ও প্রকাশ্য সম্পর্ক রয়েছে। আর তারা সালাফি মানহাজের বিরুদ্ধেই কেবল সহযোগিতা করে। সুতরাং যখন সালাফি দাওয়াত পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তার লাভ করল, তখন তারা সালাফিদের মধ্যে বিভক্তির বিষ ছড়িয়ে দিল। ফলে তারা সালাফিদেরকে খুবই ছিন্নভিন্ন করে দিল। আর এমন কিছু লোকের উদ্ভব হলো যারা সালাফিয়্যাতকে তার সঠিক রূপে বুঝে না, তাদের কেউ দাবি করে যে সে সালাফি!! তারপর তাকে দেখতে পাবে সে সালাফিয়্যাতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করছে; তার মন্দ আচরণের কারণে, মন্দ মানহাজের কারণে অথবা সেই মন্দ পদ্ধতিগুলোর কারণে যা ছড়িয়ে পড়েছে এবং যার লক্ষ্য হলো সালাফিদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা ও তাদের ছিন্নভিন্ন করা। সালাফিয়্যাতের প্রয়োজন বুদ্ধিমান মানুষের, প্রয়োজন দয়ালু মানুষের, প্রয়োজন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মানুষের, এবং এর আগে প্রয়োজন আলিম বা জ্ঞানী মানুষের। যদি এই গুণাবলি সালাফিদের মধ্যে না থাকে, তাহলে সালাফিয়্যাত কোথায় থাকবে? তা বিলীন হয়ে যাবে - আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন।

সুতরাং তোমরা জ্ঞান অর্জন করো, বিশেষ করে যারা নিজেদের মধ্যে দক্ষতা অনুভব কর। আল্লাহ যাকে স্মৃতিশক্তির প্রতিভা দান করেছেন, দ্বীনের বুঝ দান করেছেন; সে যেন জ্ঞান অর্জনে কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়ে; যাতে আল্লাহ তার মাধ্যমে উপকার দান করেন। আর সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে সালাফিদেরকে সত্য দ্বীনের ওপর একত্রিত করে এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন করে। তোমরা এদেরকে খুঁজে বের করো এবং জ্ঞান অর্জনে ও

সালাফিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তাদেরকে উৎসাহিত করো। পক্ষান্তরে অন্যদের জন্য, এমনকি যদি তারা ইহুদি বা খ্রিস্টানও হয়, তোমরা তাদের মধ্যে তোমাদের দাওয়াত পৌঁছে দাও প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে। তোমরা কি আল্লাহর এই বাণী পড়ো না: **'তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান জানাও প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে আলোচনা করো উত্তম পন্থায়।' (সূরা আন-নাহল: ১২৫)** আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলছেন যে, তিনি যেন কাফিরদের মধ্যেও এই দাওয়াতি পদ্ধতি ব্যবহার করেন। কারণ প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দাওয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দাওয়াত শেষ হয়ে যায়। যদি আমরা আচরণে উগ্রতা বা নিষ্ঠুরতা ব্যবহার করি এবং মানুষকে বিরক্ত করি, তাহলে সালাফিয়্যাত শেষ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা মানুষকে বিরক্ত করে।'** তিনি আরও বলেছেন: **'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, বিরক্ত করো না।'** তোমরা এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করো যদি তোমরা নিজেদের জন্য এবং মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করো। তাই তোমরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আচরণে এবং এই দাওয়াত প্রচারে কুরআন ও সুন্নাহর পথ অনুসরণ করো। আল্লাহ তাআলা বলেন: **'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে।' (সূরা আল-ফাতহ: ২৯)** তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আরও বলেন: **'আর তুমি মুমিনদের জন্য তোমার বাহু প্রসারিত করো (তাদের প্রতি নম্র হও)।' (সূরা আল-হিজর: ৮৮)** আরও বলেন: **'যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার কাছ থেকে ছড়িয়ে যেত।' (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বোত্তম মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক স্পষ্টভাষী ও সর্বাধিক জ্ঞানী। যদি তার মধ্যে এই গুণ না থাকত; তবে মানুষ তার কাছ থেকে ছড়িয়ে যেত, তাকে ছেড়ে দিত এবং তার দাওয়াত ছেড়ে দিত। তাহলে হে মিসকীন, তুমি কেমন করে পারবে!

আমাদের সবার আগে প্রয়োজন সুন্দর চরিত্র ও পরস্পরের মধ্যে সুন্দর ব্যবহার, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি। তারপর আমাদের দাওয়াতে আমরা প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ ব্যবহার করব। আল্লাহ তাআলা বলেন: **'কাফিরদের প্রতি কঠোর' (সূরা আল-ফাতহ: ২৯)** অর্থাৎ যখন তারা আমাদের **দাওয়াতে সাড়া না দেয়**, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি **যারা যুদ্ধের উপযুক্ত।** অবশ্যই এর আগে কিছু ধাপ থাকে, দাওয়াত দেওয়ার পর, বিষয়টি পরিষ্কার করার পর এবং সবকিছুর পর - আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন। মুনাফিকদের প্রতি কঠোরতা অর্থাৎ আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করব। চরিত্র ও কাফিরদের প্রতি কঠোরতা বলতে **তরবারির মাধ্যমে বোঝানো হয়নি,** যদি না তারা ইসলামে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে, হঠকারিতা ও জেদ করে, নানা রকম অত্যাচার করে এবং মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালায়; তখনই কেবল যুদ্ধ বৈধ হয় - আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন। এখন আমাদের হাতে তরবারি নেই, একমাত্র হাতিয়ার হলো যুক্তি-প্রমাণ ও সৎচরিত্র। চরিত্রই হলো সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র, যা দিয়ে আমরা পথভ্রষ্টদের দমন করতে পারি এবং কাফিরদেরকে যুক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে পারি। আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ চাহেন তো সকলের হিদায়াত লাভ হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে তার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিমূলক কাজের তৌফিক দান করেন। আমি আশা করি,

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা কথা শুনে তার সর্বোত্তমটির অনুসরণ করে। আপনারা নিজেদেরকে কল্যাণ ও সত্যের কথা শুনে তা থেকে উপকার গ্রহণে অভ্যস্ত করুন। নিজেদেরকে সেই অনুযায়ী আমল ও প্রয়োগে অভ্যস্ত করুন, আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন। আল্লাহ চাহেন তো, প্রজ্ঞা ও বিবেকবুদ্ধির মাধ্যমে এই খারাপ প্রবণতাগুলোর অবসান হবে এবং শত্রুরা আমাদের বিভক্ত ও ছিন্নভিন্ন করতে ব্যর্থ হবে। অন্যথায়, যদি আমরা এই নৈতিকতা না শুনি ও ব্যবহার না করি; তাহলে সালাফি যুবকরা তাদের বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুদের হাতে খেলনা হয়েই থাকবে। তোমরা প্রজ্ঞা অবলম্বন করো, বিবেকবুদ্ধি অবলম্বন করো, ধৈর্য অবলম্বন করো। তোমরা পরস্পরের প্রতি দয়া ও ভ্রাতৃত্ব অবলম্বন করো, তারপর উচ্চ নৈতিকতার মাধ্যমে এই দাওয়াত প্রচার করো। আর তোমরা দেখতে পাবে কীভাবে মানুষ এই দাওয়াতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য তৌফিক প্রার্থনা করি।আর উদ্দিষ্ট হলো বেশি কথা বলা নয়। মানুষ হয়তো একটি কথা শোনে, আর আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে উপকৃত করেন। সালাফ বা পূর্বসূরীদের কথা ছিল খুব কম, তাদের কথা ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাদের উপকারিতা ছিল বিরাট; কারণ তারা মনোযোগী শ্রোতা পেতেন। সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য তৌফিক প্রার্থনা করি। (সমাপ্ত)